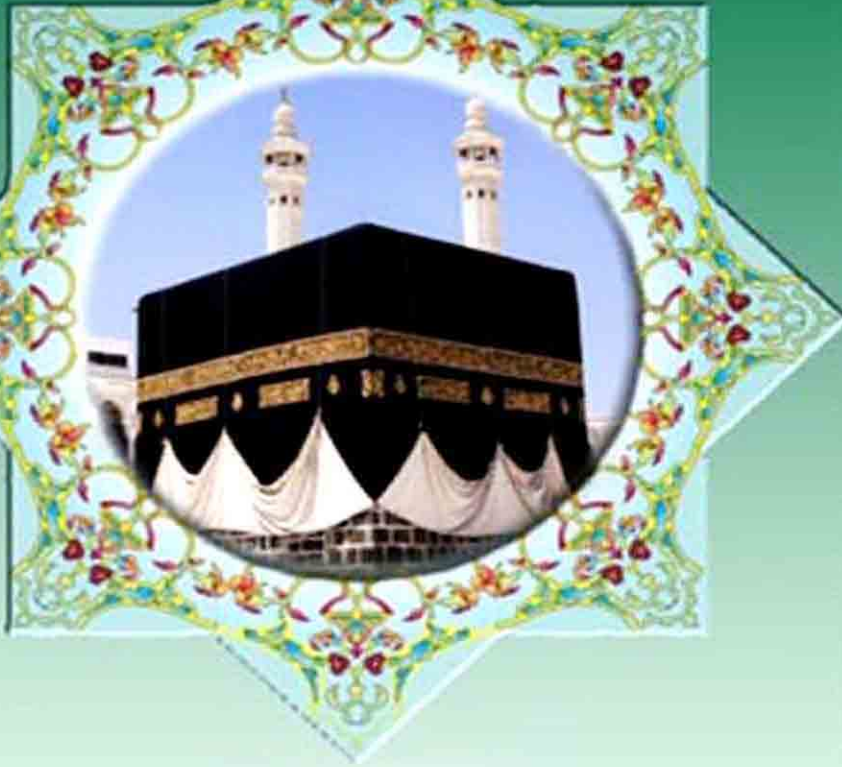


জামাআতের সময় ইমাম ও মুসল্লীগণ কখন দাঁড়াবেন حَدَّثُ عَلَى الصَّلَاةِ



মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল আলী কাদেরী

জামাআতের সময় ইমাম ও
মুসল্লীগণ কখন দাঁড়াবেন?

আরো বই পেতে ভিজিট করুনঃ

islamibookbd.wordpress.com

[FB.Com/BangladeshAnjumaneAshekaaneMostofa](https://www.facebook.com/BangladeshAnjumaneAshekaaneMostofa)

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল আলী কাদেরী
এম.এম (কামিল হাদীস)

জামাআতের সময় ইমাম ও মুসল্লীগণ কখন দাঁড়াবেন?

জামাআতের সময় ইমাম ও মুসল্লীগণ কখন দাঁড়াবেন?

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল আলী কাদেরী

এম.এম (কামিল হাদীস)

সহকারী শিক্ষক, কাদেরিয়া তাহেরিয়া দাখিল মাদ্রাসা

ত্রিমোহনী, সবুজবাগ, ঢাকা।

মোবাইল: ০১৭২৪৮৭৯৭৫৯

প্রকাশনায় : ছিদ্দিকিয়া দরবার শরীফ

বুগীর কস্বা, বি-বাড়ীয়া, বাংলাদেশ।

শাহজাদা মাওলানা গোলাম কবির সুনী আল কাদেরী

মোবাইল: ০১৭১০৪৮৫৯৯৩, ০১৮৪৫৮৭৭৬১৬

মুহাম্মদ মোশাররফ হোসাইন

মাদারটেক, ঢাকা।

মুহাম্মদ তাওহিদুল ইসলাম

মধ্য বাড্ডা, ঢাকা।

মুহাম্মদ মাহবুব হোসাইন

সিপাহীবাগ, ঢাকা।

প্রকাশকাল : ১৭ মার্চ ২০১৪

গ্রন্থস্বত্ব : লেখকের

অলংকরণ: মুহাম্মদ মাহাদী হাসান তুহিন

মুদ্রণ : জয়নাব প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজিস্

২০৩/২, ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

ফোন : ৭১৯৪৩২০, মোবাইল: ০১৭১১১৭৬৭২৩

হাদিয়া : ৩০ (ত্রিশ টাকা) মাত্র

জামাআতের সময় ইমাম ও মুসল্লীগণ কখন দাঁড়াবেন?

জামাআতের সময় ইমাম ও মুসল্লীগণ কখন দাঁড়াবেন?

বাংলাদেশের কোন কোন মসজিদের ইমাম ও মুয়াজ্জিনকে ইকামতের পূর্বে এই ঘোষণা দিতে শুনা যায় – আপনারা দাঁড়িয়ে কাতার সোজা করুন। মোক্তাদীগণকে দাঁড় করিয়ে তারপর ইকামত শুরু করা হয়। হানাফী মাযহাব মতে কখন দাঁড়াতে হবে তা অনেক ইমাম এবং মুয়াজ্জিন জানেন না। শুধু দেখাদেখি আমল করেন। এটা ঠিক নয়। ইকামতের সময় কখন ইমাম ও মুসল্লীগণের দাঁড়ানো সুন্নত- সে সম্পর্কে নিম্নে হানাফী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য ফিকাহ ও ফতোয়ার ইবারত পেশ করা হলো। আল্লাহ সঠিক আমল করার তৌফিক দিন।

দলিল সমূহ-

১। পবিত্র হাদিসের আলোকে ইকামতে কখন দাঁড়াতে হবে -

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَوْتَيْتُ بِالضَّلَاةِ فَأَقْبَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: وَأَوْتَيْتُمُوهُمُ وَتَرَأَوْا قَائِمًا أَرَأَيْتُمْ وَرَأَيْتُمْ هَٰذَا.

উচ্চারণ: “আন আনাস ইবনে মালিকিন রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ক্বালা উকিমাতিস সালাতু ফাআকবালা আলাইনা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিওয়াজহিহি ফা ক্বালা আকিমু সুফুফাকুম ওয়া তারাসসু ফা ইন্নি আরাكুম মিন ওরাঈ জাহরি।”

অর্থাৎ খাদেমে রাসূল হযরত আনাছ বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নামাযের ইকামত হয়ে গেছে অতঃপর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দিকে সামনা-সামনি হয়ে ফিরে গেলেন এবং বললেন, তোমাদের কাতার বা লাইন সমূহ সোজা কর ও একে অন্যের সাথে লাগিয়ে মিলিয়ে দাঁড়াও কেননা নিশ্চয় আমি আমার পিছনের দিক থেকেও তোমাদেরকে দেখতে পাই। (বুখারী শরীফ ১ম খন্ড ১০০ পৃষ্ঠা হাদিস নং- ৭১৯)।

বর্ণিত হাদিস থেকে বুঝা গেল, ইকামত বলার পর দাঁড়ানো, তাকবীরে তাহরীমার পূর্বে কাতার সোজা করা এবং পিছনের দিক থেকেও অদৃশ্য জ্ঞানের বদৌলতে মুসল্লীগণের রুকু-সিজদা এমনকি অন্তরের অবস্থা পর্যন্ত প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখতেন। আমরা কিন্তু দেখিনা তাহলে বুঝা গেল নবী আমাদের মত না। (বুখারী শরীফ ১ম খন্ড, ২৬৩ পৃষ্ঠার ৮টি হাদীস শরীফ, মিশকাত শরীফ ১১১ পৃষ্ঠা ও ১৭৯ পৃষ্ঠা)

জামাআতের সময় ইমাম ও মুসল্লীগণ কখন দাঁড়াবেন?

সুতরাং প্রমাণিত হয়ে গেল, ইকামত শুরু করার পূর্বে কাতার সোজা করার উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে যাওয়া খেলাফে সুন্নাত। বরং ইকামত দেওয়ার পর কাতার সোজা করার কথা বলা হয়েছে।

২। আবু দাউদ ১ম খন্ড ৯৭ পৃষ্ঠায় একটি হাদীসে পাকে এসেছে -

عَنِ الثَّعْمَانِ بْنِ كَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْوِي صُفُوفَنَا إِذَا قُمْنَا لِلصَّلَاةِ فَإِذَا اسْتَوَيْنَا كَبَّرَ

উচ্চারণ: “আনিন নুমানাবনি বাশিরিন রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ক্বালা কানা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসাওউই সুফুফানা ইয়া কুমনা লিস সালাতি ফা ইয়াস তাওয়াইনা কাব্বারা।”

অর্থাৎ হযরত নু’মান বিন বশীর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে যেতাম তখন প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের (নামাযের) কাতার সোজা করতেন। কাতার যখন সম্পূর্ণ সোজা হয়ে যেত তখন তিনি তাকবীরে তাহরীমা বলতেন। (মিশকাত ৯৮ পৃষ্ঠা হাদীস নং-১০২৭)

বর্ণিত হাদীসেও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাতার সোজা করতেন ইকামতের পরে। কাতার সোজা হলেই তিনি তাকবীরে তাহরীমা বলে নিয়ত করতেন।

৩। বুখারী শরীফ ১ম খন্ড ৮৮ পৃষ্ঠা হাদীস নং- ৬৩৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَاتَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي

উচ্চারণ: “আন আবদিল্লাহিবনে আবি কাতাতা আন আবি-হি ক্বালা ক্বালা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়া উকিমাতিস সালাতু ফালাতাকুমু তাত্তা তারাওয়ান্নী।” অর্থাৎ হযরত আবু কাতাতা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন নামাযের ইকামত বলা হলে আমাকে না দেখা পর্যন্ত জামাআতের জন্য দাঁড়াবেন না। সূত্র: মুসলিম শরীফ ১ম খন্ড ২২১ পৃষ্ঠা, তিরমিযী শরীফ ১ম খন্ড ৭৬ পৃষ্ঠা, মিশকাত শরীফ ৬৭ পৃষ্ঠা- হাদীস নং- ৬৮৫, নাসাঈ শরীফ ১ম খন্ড ৯১ পৃষ্ঠা।

জামাআতের সময় ইমাম ও মুসল্লীগণ কখন দাঁড়াবেন?

ফিকহ ও বিশিষ্ট মুহাদিসগণের আলোকে ইকামতের সময় দাঁড়ানোর পদ্ধতি

১। শরহে বেকায়া ১ম খন্ড ১৩৬ পৃষ্ঠা কিতাবুস সালাত, বাবুল আযান অধ্যায়ে এসেছে- ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাই এর মতে “হাইয়া আলাল ফালাহ্” বলার সময় দাঁড়াবে।

يَقُومُ الْإِمَامُ وَالْقَوْمُ عِنْدَ حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ

উচ্চারণ: ওয়া ইয়াকুমুল ইমামু ওয়াল কাওমু ইন্দা হাইয়া আলাহু ছালাহ্। অর্থাৎ - মুয়াজ্জিন ইকামত বলার সময় হাইয়া আলাহু ছালাত বললে ইমাম ও মুসল্লীগণ দাঁড়াবে।

২। শরহে বেকায়া ১ম খন্ড ১৩৬ পৃষ্ঠা কিতাবুস সালাত বাবুল আযান অধ্যায়ে ১৫ নং হাশিয়ায় এসেছে-

وَيَقُومُ الْإِمَامُ مِنْ مَوَاضِعِهِمْ إِلَى الصَّفِّ وَفِي إِشَارَتِهِ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَكْرَهُ لَهُ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ قَائِمًا بَلْ يَجْلِسُ فِي مَوْضِعٍ ثُمَّ يَقُومُ عِنْدَ حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ وَبِهِ ضَرْحٌ فِي جَامِعِ الْمُضْطَرِاتِ

অর্থাৎ যখন মুয়াজ্জিন ইকামত আরম্ভ করবে, এমন সময় যদি কোন মুসল্লি মসজিদে প্রবেশ করে তাহলে তাকে বসে যেতে হবে। “হাইয়া আলাহু ছালাহ বা ফালাহ্” পর্যন্ত দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে পারবে না। কেননা ইহা মাকরুহ। আল্লামা কাহাস্তানির মুদমিরাত গ্রন্থে এরূপই বর্ণিত রয়েছে। তাহতাত্তী প্রণেতা বলেন - কাহাস্তানির কথা দ্বারা বুঝা গেল, ইকামতের প্রারম্ভে দাঁড়িয়ে যাওয়া মাকরুহ কিন্তু লোকেরা এ ব্যাপারে খুবই অমনোযোগী।

৩। আইনী শরহে বুখারী ৪র্থ খণ্ডের ৩৫৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে -

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَفِيهِ يَقُومُونَ فِي الصَّفِّ إِذَا قَالَ حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ

উচ্চারণ: “ক্বালা আবু হানিফাতা ওয়া মুহাম্মাদুন ইয়াকুমুনা ফিস সাফিফ ইয়া ক্বালা হাইয়া আলাহু ছালাতি।”

জামাআতের সময় ইমাম ও মুসল্লীগণ কখন দাঁড়াবেন?

অর্থাৎ - ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহু আলাইহি ও তার শাগরীদ ইমাম মোহাম্মদ রাহমাতুল্লাহু আলাইহি বলেছেন- যখন মুয়াজ্জিন “হাইয়া আলাছ ছালাহ” বলবে তখন মুসল্লীগণ দাঁড়াবেন।

৪। ফতহুল বারী শরহে বুখারী ২য় খন্ডের ১৪০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে -

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَقُومُونَ فِي الصُّبِّ إِذَا قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

অর্থাৎ ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহু আলাইহি হতে বর্ণিত আছে যে - যখন মুয়াজ্জিন “হাইয়া আলাছ ফালাহ” বলবে, তখন মুসল্লীগণ দাঁড়াবেন।

৫। আল্লামা নবতী রাহমাতুল্লাহু আলাইহি শরহে মুসলিম ১ম খন্ড ২২১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন -

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَالْكَوْفِيُّونَ يَقُومُونَ فِي الصُّبِّ إِذَا قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ
উচ্চারণ: “ক্বালা আবু হানিফাতা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ওয়াল কুফিইউনা ওয়া মুহাম্মাদুন ইয়াকুমুনা ফিস সাফিফ ইয়া ক্বালা হাইয়া আলাছ ছালাতি।”

অর্থাৎ ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহু আলাইহি এবং কুফার ফকিহগণ বলেছেন যখন মুয়াজ্জিন “হাইয়া আলাছ ছালাহ” বলবে তখন মুসল্লীগণ দাঁড়াবেন।

৬। আউনুল মা'বুদ শরহে আবু দাউদ ২য় খন্ডের ১২৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন -

عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ يَقُومُونَ إِذَا قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

উচ্চারণ: “ক্বালা আবু হানিফাতা ইয়াকুমুনা ফিস সাফিফ ইয়া ক্বালা হাইয়া আলাছ ফালাহি।”

অর্থাৎ ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহু আলাইহি হতে বর্ণিত যখন মুয়াজ্জিন “হাইয়া আলাছ ফালাহ” বলতে তখন মুসল্লীগণ দাঁড়াবেন।

বিঃ দ্রঃ উপরে দুইটি পদ্ধতি ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহু আলাইহি থেকে বর্ণিত হয়েছে। দুইটি বর্ণনায় “হাইয়া আলাছ ফালাহ” উল্লেখ করা হয়েছে উক্ত বর্ণনার ফয়সালা বা সমন্বয় মুফতিগণ এভাবে বলেছেন “হাইয়া আলাছ ছালাহ বলার সময় দাঁড়ানো শুরু করবে এবং হাইয়া আলাছ ফালাহ বলার সময় পূর্ণভাবে দাঁড়াবে।”

জামাআতের সময় ইমাম ও মুসল্লীগণ কখন দাঁড়াবেন?

৭। তাহতাত্তী আলা মারাকিল ফালাহ ২য় খন্ডের ২২০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে-
إِذَا أَخَذَ الْمُؤَدِّنُ فِي الْإِقَامَةِ وَدَخَلَ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُ يَفْعَدُ وَلَا يَنْتَظِرُ قَائِمًا فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ كَمَا فِي الْمُضْمِرَاتِ فَهَسْتَانِي وَيَفْهَمُ مِنْهُ كَرَاهَةُ إِبْدَاءِ الْإِقَامَةِ- وَالنَّاسِ عَنْهُ

غَائِلُونَ

উচ্চারণ: ইজা আখাজাল মুয়াজ্জিনু ফিল ইকামাতি ওয়াদ্বাখালা রাজুলুন ফিল মাসজিদী ফা ইন্নাহু ইয়া কুদু ওয়ালা ইয়ানজুরু ক্বা-সমান ফা ইন্নাহু মাকরুহুন কামা ফিল মিরাতি। কাহাসতানি ওয়া ইয়াফহামু মিনহু কারাহাতু ইবতেদাউল ইকামাতি ইন্নাহু আনহু গাফিলুনা।

অর্থাৎ যখন মুয়াজ্জিন ইকামত শুরু করবে, এমন সময় যদি কোন মুসল্লি মসজিদে প্রবেশ করে তা হলে তাকে বসে যেতে হবে। দাঁড়িয়ে (হাইয়া আলাছ ছালাহ বা ফালাহ পর্যন্ত) অপেক্ষা করতে পারবে না। কেননা উহা মাকরুহ। আল্লামা কাহাস্তানীর মুজমিরাত গ্রন্থে এরূপই বর্ণিত আছে। তাহতাত্তী প্রণেতা বলেন কাহাস্তানীর ইবারতের দ্বারা বুঝা গেল - ইকামতের শুরুতে দাঁড়িয়ে যাওয়া মাকরুহে তাহরীমী কিন্তু লোকেরা এ সম্পর্কে খুবই গাফেল। (উল্লেখ্য যে, আল্লামা তাহতাত্তীর যুগের লোকেরাও এ সম্পর্কে গাফলতি করে একটি মারাত্মক মাকরুহ কাজে লিপ্ত ছিল। বর্তমানকালে এরূপ করা কোন নতুন বিষয় নয়। আমাদের বিপরীত চিন্তার লোকেরা ভারতে জন্মলাভ করার পূর্বে ফতোয়ায় আলমগীরী রচিত হয়েছে। বাদশাহ্ আলমগীর ৭০০ বিজ্ঞ আলেম দিয়ে তৎকালীন ষোল লক্ষ টাকা ব্যয় করে উক্ত ফতোয়া রচনা করেছেন। তখন দেওবন্দ মাদ্রাসা ছিল না। উক্ত ফতোয়ায় মুসল্লীগণের দাঁড়ানোর একটি মাত্র পদ্ধতিই বর্ণনা করা হয়েছে তা হলো “হাইয়া আলাছ ফালাহ” তে দাঁড়ানো শেষ করা। নিম্নে আলমগীরীর ইবারত দেখুন)।

৮। আলমগীরীতে (ফতোয়া আলমগীরী, ১ম খন্ড ৫৭ পৃষ্ঠায়) উল্লেখ আছে-
إِذَا دَخَلَ رَجُلٌ عِنْدَ الْإِقَامَةِ يَكْرَهُهُ الْإِسْطَازُ قَائِمًا وَلَكِنْ يَفْعَدُ ثُمَّ يَقُومُ إِذَا بَلَغَ الْمُؤَدِّنُ قَوْلُهُ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ كَذَا فِي الْمُضْمِرَاتِ إِنْ كَانَ الْمُؤَدِّنُ غَيْرَ الْإِمَامِ وَكَانَ الْقَوْمُ مَعَ الْإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُ يَقُومُ الْإِمَامُ وَالْقَوْمُ إِذَا قَالَ الْمُؤَدِّنُ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ عِنْدَ

عَلَمَائِنَا الثَّلَاثَةُ وَهُوَ الصَّحِيحُ

উচ্চারণ: ইয়া দাখালা রাজুলুন ইনদাল ইকামাতি ইয়াকরুহ্ লাহুল ইনতে জারু ক্বাইমান। ওয়ালাকি ইয়াকউদু ছুন্মা ইয়াকুমু ইয়া বালাগাল মুয়াযযিনু ক্বাওলুহ্ হাইয়া আলাল ফালাহি কাযা ফিল মুদমিরাতি ইন কানাল মুয়াযযিনু গাইরাল ইমামি ওয়া কানাল ক্বাওমু মা'য়াল ইমামি ফিল মাসজিদি ফাইনাহ্ ইয়াকুমুল ইমামু ওয়াল ক্বাওমু ইয়া ক্বালাল মুয়াযযিনু হাইয়া আলাল ফালাহি ইনদা উলামা ইনাছ ছালাছাতি ওয়া হুয়াস সহিহ্।

অর্থাৎ ইকামতের সময় কোন মুসল্লী মসজিদে প্রবেশ করলে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করা মাকরুহ বরং সে বসে যাবে। মুয়াজ্জিন যখন “হাইয়া আলাল ফালাহ্” বলবে তখন সে পূর্ণভাবে দাঁড়াবে। মুজমিরাত গ্রন্থে এরূপ ফতোয়াই উল্লেখ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে ইমাম ও মুসল্লীগণ একসাথে মুয়াজ্জিনের “হাইয়া আলাল ফালাহ্” বলার সময় দাঁড়াবে যদি তারা ইকামতের পূর্ব হতেই মসজিদে বসা থাকেন। হানাফী মাযহাবের প্রথম তিন ইমাম আবু ইউসুফের ইহা ঐক্যমত। ফতোয়ার নীতিমালা অনুযায়ী ইহাকে বিশুদ্ধ সহীহ বা একমাত্র গ্রহণযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য ফতোয়া বলা হয় (ফতোয়া আলমগীরী ১ম খন্ড ৫৭ পৃষ্ঠা)।

৯। বাংলাদেশ সরকারের মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের সপ্তম শ্রেণির আল আকাঈদ ওয়াল ফিক্হ ৯৫ পৃষ্ঠায় রয়েছে – ইকামতের সময় কিভাবে দাঁড়াতে হবেঃ ইকামতের সময় মুয়াযযিন প্রথমে দাঁড়াবে। আর মুসল্লীগণ বসে থাকবেন। তিনি যখন হাইয়া আলাল ফালাহ্ বলবেন, তখন মুজাদিগণ দাঁড়াবেন। (মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক-৩য় খন্ড, ২৮০ পৃষ্ঠা), ফতোয়ায়ে আলমগীরী ১ম খন্ড ৫৭ পৃষ্ঠা, ফতোয়ায়ে শামী ২য় খন্ড ৪৮ পৃষ্ঠা, কিতাবুল ফিক্হ আলাল মাযাহিবিল আরবায়া, ১ম খন্ড, ২৯৩ পৃষ্ঠা। একথাও উল্লেখ রয়েছে যে, কিন্তু বহু স্থানে দেখা যায় মুয়াজ্জিন ইকামত শুরু করলেই মুসল্লীগণ দাঁড়িয়ে যান। কোথাও কোথাও ইকামতের পূর্বেই মুসল্লীগণ দাঁড়িয়ে যান বা তাঁদের দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। এটা সুন্নতের খেলাফ।

অন্য তিন মাযহাবের মতামত

১। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহি এর মতামত সম্পর্কে ইমাম নবভী শরহে মুসলিম (মুসলিম শরীফ ১ম খন্ড ২২১ পৃষ্ঠা) এ বলেন –

وكان انس رضى الله عنه يَقُومُ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ
অর্থাৎ রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খাদেম হযরত আনাছ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ইকামতের সময় তখন দাঁড়াবেন যখন মুয়াজ্জিন বলতেন ক্বাদ ক্বামাতিছ ছালাহ্। ইহাই ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের অভিমত।

২। আল্লামা আইনী শরহে বুখারী (৪র্থ খন্ড ৩৫৭ পৃষ্ঠা) তে ইমাম আহমদের অভিমত এভাবে উল্লেখ করেছেন–

قَالَ أَحْمَدُ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ يَقُومُ الْإِمَامُ

অর্থাৎ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহি এই অভিমত দিয়েছেন যে, যখন মুয়াজ্জিন বলবে “ক্বাদ ক্বামাতিছ ছালাহ্” তখন ইমাম দাঁড়াবে। (মুসলিম শরীফ, ১ম খন্ড ২২১ পৃষ্ঠা এবং শরহে মুসলিম শরীফেও রয়েছে।)

৩। ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহি এর অভিমত সম্পর্কে আল্লামা কাস্তুরানী বলেন –

وَأُخْبِرْتُ فِي وَقْتِ الْقِيَامِ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْجَنَّهُوْرُ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْإِقَامَةِ

وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ

অর্থাৎ নামাযের জামাআতে দাঁড়ানোর সময়ের ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী এবং অধিকাংশ উলামাগণের মতে ইকামত সমাপ্ত হওয়ার পর ইমাম ও মুসল্লীগণ দাঁড়াবে। হানাফী মাযহাবের ইমাম আবু ইউসুফ রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহি তাঁর পৃথক একটি মতে ইমাম শাফেয়ীর ন্যায় অভিমত দিয়েছেন। (মুসলিম শরীফ, ১ম খন্ড ২২১ পৃষ্ঠা এবং শরহে মুসলিম শরীফেও রয়েছে।)

৪। ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহি এর অভিমত সম্পর্কে আউনুল মা'বুদ শরহে আবু দাউদ (২য় খন্ড ১২৮ পৃষ্ঠা) এবং ফতহুল বারী শরহে বুখারী গ্রন্থদ্বয়ে উল্লেখ রয়েছে -

وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ أَنَّهُ سَمِعَ فِي قِيَامِ النَّاسِ حِينَ تَقَامُ الصَّلَاةُ يَحْدُوهُ إِلَّا أَنِّي أَرَى ذَلِكَ عَلَى طَاقَةِ النَّاسِ فَإِنْ فِيهِمُ الثَّقِيلُ وَالضَّعِيفُ وَذَهَبَ إِلَّا كَثُرُونَ إِلَى أَنَّهُمْ إِذَا كَانَ

الْإِمَامُ مَعَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ لَمْ يَقُومُوا حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الْقِيَامَةِ

উচ্চারণ: ওয়া ক্বালা মালিকুন ফিল মুয়াত্তা লাম ইয়াস মাহ্ ফি কিয়ামিন নাসি হিনা তুকামুস সালাতি বিহাদ্দিন মাহদোদিন ইল্লা আন্নি আরা যালিকা আলা ত্বাকাতিন নাসি ফা ইন্না ফিহিমুস সাকিলু ওয়াদ দয়িফু ওয়া যাহবাল আকহারোন ইলা আন্নাহুম ইয়া কানাল ইমামু মাযাহুম ফিল মাসজিদি লাম ইয়াকুমু হাত্তা ইয়াফরুগা মিনাল ইকামাতি।

অর্থাৎ ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহি বলেছেন- নামাযের ইকামতের কোন পর্যায়ে মুসল্লীগণকে দাঁড়াতে হবে-এ সম্পর্কে আমি কোন চূড়ান্ত হাদিস এ পর্যন্ত শুনিনি। তবে আমি মুসল্লীগণের শারীরিক শক্তির উপর দাঁড়ানোর বিষয়টি ন্যস্ত করছি। কেননা, মুসল্লিদের মধ্যে কেউ আছেন শারীরিকভাবে দুর্বল এবং কেউ আছেন হালকা পাতলা। তবে অধিকাংশ আলেমগণ (মালেকী) অভিমত দিয়েছেন যে, ইকামত শেষ না হওয়া পর্যন্ত ইমাম ও মুসল্লীগণ দাঁড়াবেন না।

বিঃ দ্রঃ ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহি কর্তৃক পরিষ্কারভাবে দাঁড়ানোর সীমারেখা না দেয়ার কারণ হলো - এ সম্পর্কিত কোন চূড়ান্ত হাদিস তাঁর নিকট তখনও পৌঁছেনি। তাই তিনি সুনির্দিষ্টভাবে সীমারেখা না দিয়ে মুসল্লিদের শারীরিক অবস্থার উপর ন্যস্ত করেছেন। কিন্তু মালেকী মাযহাবের উল্লেখযোগ্য একজন ইমাম আল্লামা যুরকানী শরহে মোয়াত্তা ইমাম মালেক-এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন যে, অধিকাংশ মালেকী উলামা ও ফতোয়া বিশারদগণের মতে ইকামত শেষ না হওয়া পর্যন্ত ইমাম ও মুসল্লীগণ বসে থাকবেন।

পর্যালোচনাঃ

চার মাযহাবের মতামত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় -

১। হানাফী মাযহাবের মতে “হাইয়া আলাছ ছালাহ্” বা “হাইয়া আলাল ফালাহ্” বলার সময় ইমাম ও মুসল্লীগণের দাঁড়ানো সুন্নাত। এর পূর্বে দাঁড়ানো মাকরুহ।

২। হাম্বলী মাযহাবের মতে “কাদকামাতিছ ছালাহ্” এর সময় দাঁড়ানো সুন্নাত। (মুসলিম শরীফ ১ম খন্ড ২২১ পৃষ্ঠা।

৩। শাফেয়ী মাযহাবের মতে ইকামত শেষ হওয়ার পর দাঁড়ানো সুন্নাত।

৪। মালেকী মাযহাব মতে শারীরিক শক্তিভেদে ইকামত সমাপ্তির পর দাঁড়ানো সুন্নাত। অথবা ইকামত শেষ হলে দাঁড়ানো সুন্নাত। কোন মাযহাব মতেই ইকামত গুরুত্ব পূর্বে বা হাইয়া আলাছ ছালাহ্ এর পূর্বে দাঁড়িয়ে থাকার কোন প্রমাণ বা বিধান নেই। যারা কাতার সোজা করার দোহাই দিয়ে মুসল্লিদেরকে পূর্বে দাঁড় করিয়ে রাখেন - তাদেরকে সুন্নাত তরকের দায়-দায়িত্ব নিতে হবে। অপর দিকে যারা লোপ পেয়ে যাওয়া এই সুন্নাতকে পুনর্জীবিত করবেন - তারা একশত শহীদদের সাওয়াব পাবেন। (মেশকাত শরীফ ৩০ পৃষ্ঠা, বায়হাকী শরীফ কিতাবুল জিহাদে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত রয়েছে)।

কাতার কখন সোজা করবেন?

কাতার সোজা করার ওয়াজিব। ওয়াজিব কখন আদায় করবেন? এর দুটি পদ্ধতি আছে।

একঃ নবীজি ইকামত দেওয়ার পরে কাতার সোজা করে তারপর তাকবীর তাহরীমা বাঁধতেন (মিশকাত ৯৮ পৃষ্ঠা, আবু দাউদ শরীফ ১ম খন্ড ৯৭ পৃষ্ঠা)। মদিনা শরীফের মসজিদে নব্বীতে এই প্রথাই বর্তমানে চালু আছে।

দুইঃ বর্তমানে প্রায় সকল মসজিদেই কাতার চিহ্ন দেয়া থাকে। কোন গাফেল মুসল্লি যদি কাতার ভঙ্গ করে বসে থাকেন - তাহলে ইমাম সাহেব ইকামতের পূর্বে সকল মুসল্লিকে দাঁড় করিয়ে কাতার সোজা করে বসিয়ে দিয়ে মুয়াজ্জিনকে ইকামতের নির্দেশ দিলে ওয়াজিব এবং সুন্নাত উভয়টিই

জামাআতের সময় ইমাম ও মুসল্লীগণ কখন দাঁড়াবেন?

পালন করা সহজ হয়। এটা ইমামের সতর্কতার উপর নির্ভরশীল। তিনি জেনে শুনে মুসল্লীগণকে দিয়ে মাকরুহ কাজ করালে সেজন্য তিনিই দায়ী থাকবে।

অতএব, পবিত্র হাদীস ও ফকীহগণের অভিমত থেকে এটাই প্রমাণিত হলো ইকামত বলার পূর্বে দাঁড়ানো মাকরুহ বরং ইকামত আরম্ভ করার পর “হাইয়া আলাছ ছালাহ” বলার সময় মুসল্লীগণ দাঁড়াবেন আর এরপর কাতার সোজা করবেন। কাতার সোজা করতে যতটুকু বিলম্ব হয়, তাতে কোন অসুবিধা নেই পবিত্র হাদীস মতে।

আর বর্তমানে কোথাও কাতার সোজা করতে হয় না বরং প্রতিটি মসজিদে কাতার করাই আছে। তাই কাতার সোজা করার অজুহাতে ইকামতের পূর্বে দাঁড়িয়ে না থেকে বরং মুসল্লীগণ বসে থাকবেন এবং “হাইয়া আলাছ ছালাহ” বললে দাঁড়িয়ে যাবেন এটাই সঠিক সুন্নাত পদ্ধতি। আল্লাহ্ পাক সবাইকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমিন।

বিঃ দ্রঃ এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে হলে—

- (১) অধ্যক্ষ হাফেয মাওলানা এম.এ. জলিল রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহি এর ফতোয়ায়ে ছালাছ।
- (২) মাওলানা মুফতি আলী আকবরের লিখিত ইকামতের পূর্বে দাঁড়ানো মাকরুহ”।
- (৩) সোবহানিয়া আলীয়া মাদ্রাসার সম্মানিত মুহাদ্দিস আল্লামা মুফতি আবুল হুফাজ মুহাম্মদ ফুরকান চৌধুরী (ম.জি.আ.) লিখিত “ইকামতের পূর্বে দাঁড়ানো মাকরুহ” নামক অত্যন্ত প্রমাণ্য গ্রন্থটি পাঠ করতে পারেন।
- (৪) হযরত মাওলানা ইকবাল হোসেন আল ক্বাদরী “ফায়সালায়ে পাঞ্জ মাসয়ালা।
- (৫) মাওলানা আলহাজ্ব এ.কে.এম. ফজলুল হক এর ইকামতের আগে দাঁড়ানো মাকরুহ।